রা শে দ খা ন মে ন ন

হুমায়ুন আজাদ : বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ ধ্বংস করতেই এই আক্রমণ

দু'দিন পর ঢাকায় ফিরে রাতে বাসায় ঢুকতেই খবরটা পেলাম। বিশিষ্ট লেখক অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদকে টিএসসির কাছে সন্ত্রাসীরা খুন করার উদ্দেশ্যে চাপাতি দিয়ে কুপিয়েছে। প্রথম অবশ্য শুনেছিলাম তাকে গুলি করা হয়েছে। পরে জেনেছি গুলি নয়, একেবারে মধ্যযুগীয় কায়দায় তাকে চাপাতি দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের অন্ধকার থেকে আক্রমণকারীরা বেরিয়ে এসেছিল। বাংলা একাডেমীর বই মেলা শেষে ঘরফেরা কিছু লোক পথে ছিল। তারা তাকে উদ্ধার করতে পারলেও তার আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

মাত্র ক'দিন আগে একুশে ফেব্রুয়ারিতে বই মেলায় আগামী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ওসমান গনি তাদের প্রকাশিত হুমায়ুন আজাদের 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' বইটি সৌজন্য উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। পত্রপত্রিকায় পড়েছি, জামায়াত নেতা সাঈদীসহ মৌলবাদী বেশকিছু নেতা-পাতিনেতা বইটি জনগণের ধর্মানুভূতিতে আঘাত করেছে এই অভিযোগে নিষিদ্ধ করার দাবি করেছে। ওসমান গনি আশংকা প্রকাশ করেছিলেন, বই মেলা চলার সময়েই বইটি নিষিদ্ধ হতে পারে। ইতিমধ্যে বই মেলায় প্রকাশিত তসলিমা নাসরিনের 'সেইসব অন্ধকার' বইটি একই অভিযোগে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আগামী প্রকাশনীর স্টলে হুমায়ুন আজাদের ওই বইটি উল্টে-পাল্টে দেখার সময় তসলিমা নাসরিনের বইটির প্রকাশক অংকুর প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী মেসবাহউদ্দীনও ছিলেন। ধর্ম ব্যবসায়ী মৌলবাদীদের আক্রমণে মুক্তচিন্তার ক্ষেত্রে যে বিপদ সৃষ্টি হয়েছে সে নিয়ে কিছুক্ষণ কথা হয়েছিল। কিন্তু বাড়ি ফিরে হুমায়ুন আজাদের 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' পড়ে তাৎক্ষণিকভাবেই মনে হয়েছিল যে, মৌলবাদীরা এবার হুমায়ুন আজাদকে ছাড়বে না। তাকে আক্রমণ তো করবেই, তার প্রাণ সংহারের চেষ্টা পর্যন্ত হতে পারে। ওই আশংকা নিয়ে কারও সঙ্গে বিশেষ আলোচনা না করলেও হুমায়ুন আজাদের বইয়ের বিষয়বস্তু ও লেখা নিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনায় আলোচনা করেছি।

হুমায়ুন আজাদ বাংলাদেশের একজন প্রগতিরোধী লেখক। সত্য প্রকাশে তার সাহস তাকে বিশেষ পরিচিতি দিয়েছে। তবে এই সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে তাকে কিছুটা আত্মম্ভরী হিসেবে দুর্নামও কিনতে হয়েছে। অন্যের সমালোচনার ক্ষেত্রে তার সরাসরি আক্রমণের বিষয়টি সম্ভবত নিজেকে বিশিষ্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তবে তিনি যে সত্য কথা বলার ব্যাপারে নির্ভীক ছিলেন এবং সেটা কথায় বা লেখায় কেবল নয়, অধ্যাপক হিসেবে, বুদ্ধিজীবী হিসেবে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে– কাজেও তিনি তা প্রকাশ করেছেন। শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীদের পুলিশ পিটিয়ে যখন গ্রেফতার করে রমনা থানায় আটকে রেখেছিল তখন তিনি যে থানা হাজতে মেয়েদের আটকে রাখা হয়েছিল সেখানে ফুল নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রতিবাদ জানানোর জন্য। এ ধরনের প্রতিবাদ তিনি অন্যান্য ক্ষেত্রেও করেছেন।

হুমায়ুন আজাদের 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' হাতে পেয়ে তাই একুশের দুপুরে বাড়ি ফিরে তৎক্ষণাৎ পড়তে বসেছি। বইয়ের শৈল্পিক মান সেভাবে না টানলেও বিষয়বস্তুর কারণে একনাগাড়ে পড়ে শেষ করেছি। বইটি পড়েই মনে হয়েছে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক তাণ্ডবলীলা তাকে এমনভাবে বিচলিত করেছে যে, প্রকাশ্যে তিনি তার সব ঘৃণা ও ক্ষোভকে ওই বইটিতে উগড়ে দিতে চেয়েছেন।

অবশ্য এই রাগ ও ঘৃণা কেবল হুমায়ুন আজাদের একার নয়। আটের দশক থেকে যারা সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় উন্মত্ত আচরণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছিলেন তাদের সবার। যখন তারা দেখেন যে, তাদের সেই সংগ্রামের ফসলকে নতুন হায়েনার দল ছিঁড়ে-খুঁড়ে-টুকরো টুকরো করে ধ্বংস করছে তখন তারা নিশ্চুপ বসে থাকতে পারেন না। বিশেষ করে বাংলাদেশের তিরিশ বছর পরে গত সাধারণ নির্বাচন-উত্তরকালে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার যে ঘটনা ঘটেছে তাতে তারা কেউ স্থির বসে থাকতে পারেন না। ব্রিটিশ শাসনকালেই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক বিভাজন বীভৎস রূপ নিয়েছিল। পাকিস্তান আমলের প্রথম দেড় দশকে ওই সাম্প্রদায়িকতা বিভিন্ন সময় ঘৃণ্য সহিংসতার রূপ নিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের এই সাম্প্রদায়িকতার চেহারা ভিন্ন। একেবারেই উলঙ্গ এবং কুৎসিত। বাংলাদেশের এই সাম্প্রদায়িকতাকে মৌলবাদী রাজনীতির মোড়কে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখন আর এখানে দুটি ধর্মগোষ্ঠীর স্বার্থের বিবাদ নয়, এর নতুন রূপ হচ্ছে 'এথনিক ক্লিনজিং' বা সম্প্রদায়ের আমূল বিনাশ সাধন। হুমায়ুন আজাদ বাংলাদেশের গত সাধারণ নির্বাচনোত্তর ওই 'এথনিক ক্লিনজিং'-এর একটা চিত্র তুলে ধরেছেন তার বইতে। আর ওই এথনিক ক্লিনজিং-এর ওই নায়করা যে কতবড় লম্পট অনাচারী হতে পারেন তারও চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। আসলে এদের ধর্মের ঘোমটার পেছনে খেমটা নাচের চেহারাটি যদি দেশবাসী জানতে পারেন তবে তারা শিউরে উঠবেন। সুরা, নারী, যৌন বিকৃতি এসব বিষয়েই পারঙ্গম তারা। সত্তর ও আশির দশকে এই ধর্মবাদীদের একজন প্রখ্যাত মওলানার একরাশ পর্নো ক্যাসেট বিমানবন্দরে আটক হয়েছিল। এনবিআর-এ তারই কাতারের আরেক ব্যক্তির (যিনি এখন সচিব পদ থেকে অবসর নিয়ে একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হয়েছেন) বদৌলতে সেটা চাপা দেয়া হয়েছিল। তবে একটু খবর নিলেই জানা যাবে এ হুর-গেলমান নিয়ে এসব ব্যক্তি বেশ আনন্দেই থাকেন। একাত্তরে এ ব্যাপারে তারা পাক বাহিনীকে যেভাবে সাহচর্য দিয়েছিল, তাদের ফুর্তির জন্য এদেশের মেয়েদের সাপ্লাই দিয়েছিল তা কলংক ইতিহাস হয়ে আছে। ২০০১-এর নির্বাচনের পর সে ধরনের একটা চিত্র দেখেই চরমভাবে বিচলিত হয়েছেন হুমায়ুন আজাদ। ওই একাত্তরকেই যেন তিনি চোখে দেখেছেন। তার জন্য তার ওই বইটির উৎসর্গও '১৯৭১'কে।

হুমায়ুন আজাদের এই বই ওইসব ধর্মবাদী সাম্প্রদায়িক হায়েনাকে ক্ষেপিয়ে দেবে সেটাই স্বাভাবিক। তারা তার ওই বই নিষিদ্ধ করতে বলেছে। কিন্তু তাতেও তাদের রাগ না থামার কথা। কারণ এসব ধর্মবাদীকে এভাবে উলঙ্গ করে তুলে ধরার সাহস হুমায়ুন আজাদই রাখেন। সুতরাং তাকে বাঁচিয়ে রাখলে অথবা নির্বিবাদে চলতে দিলে অন্যরাও সাহস পেয়ে যাবে। সে কারণেই যে তার ওপর ওই আক্রমণ হয়েছে সেটা ধারণা করা মোটেই অসঙ্গত নয়। হুমায়ুন আজাদের ওপর এই আক্রমণ সম্পর্কে সরকার বা সরকারি দল কি বলবে জানি না। কবি শামসুর রাহমানের ওপর মৌলবাদীদের তরফ থেকে এ ধরনের আক্রমণ হয়েছিল। তখন বর্তমান ক্ষমতাসীনরা বিরোধী দলে ছিল এবং ক্ষমতায় থাকার জন্য মৌলবাদীদের সঙ্গে জোট বাঁধার প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। সে কারণে তারা কবি শামসুর রাহমানের ওপর ওই আক্রমণকে নিন্দা জানাতে পারেনি। বরং তারা এই বলে বক্রোক্তি করেছিল যে, এটা ছিল মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে নিন্দা জানানোর একটা বাহানা। কবি শামসুর রাহমানের ওপর ওই আক্রমণের মামলার কোন ফয়সালা হয়েছে কিনা সেটা ঠিক স্মরণ নেই। হুমায়ুন আজাদের ওপর এই আক্রমণেরও ফয়সালা হবে বলে মনে হয় না। তবে আশার কথা পুলিশ প্রথম চোটেই এটাকে ছিনতাইয়ের সাধারণ ঘটনা বলে উড়িয়ে দেয়নি। বরং পরিকল্পিত আক্রমণ বলেছে। আমার নিজের ধারণাও তাই। হুমায়ুন আজাদের ওপর আক্রমণ করে অন্যদের তার পথে না হাঁটার জন্য সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। তবে হুমায়ুন আজাদের ওপর বিশেষ রাগ থাকায় তাকে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা হয়েছিল।

(হুমায়ুন আজাদ এই আক্রমণের ধকল সেরে সুস্থ হয়ে উঠুন, আবার তার কলম ধরুন– এটা সবারই কামনা। তবে এক্ষেত্রে হুমায়ুন আজাদকে একলা রাখলে চলবে না, অন্যসব লেখক-বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, প্রগতিমনাদেরও তার সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে।) 'পাক সার জমিন সাদ বাদ'-এ হুমায়ুন আজাদ বর্তমান

বাংলাদেশের ধর্মবাদী রাজনৈতিক সহিংসতার যে চিত্র তুলে ধরেছেন পরিস্থিতি তার চেয়েও খারাপ। পরিস্থিতি বিশেষ খারাপ এই কারণে এ দেশের গণতান্ত্রিক শক্তির দুর্বলতা ও ব্যর্থতার কারণে এই ধর্মবাদী গোষ্ঠী দেশের ছাত্র-যুব সমাজের একটা বিশাল সংখ্যাকে তাদের দলবদ্ধ করতে পেরেছে। এদের কেবল আদর্শিক নয়, খুনি হওয়ারও ট্রেনিং দেয়া হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসব খুনি বাহিনীর তৎপরতা তার প্রমাণ। পরিস্থিতি এমনই যে, হুমায়ুন আজাদের উপন্যাসের বর্ণনা মতো 'মেইন পার্টি'র লোকেরা এখন এদের দলে ভিড়ে যাওয়া নিরাপদ মনে করছে। যারা পারছে না তারা জাতীয়তাবাদী শক্তির ক্রমাগত শক্তি হ্রাসে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দিচ্ছে। পরিস্থিতিটা এমনই যে, দুই মৌলবাদী নেতা মাত্র দু'মাসের ব্যবধানে তাদের ছাত্রফ্রন্টের সভায় দাঁড়িয়ে দাবি করছেন যে, তারা যদি এভাবে চলতে পারে তবে পাকিস্তানের মতো এ দেশের রাজনীতিতেও তারা সাফল্য অর্জন করবে। আগামী তিন বছরের মাথায় নির্বাচনের আগেই চিত্র পাল্টে যাবে।

আর সেই পরিবর্তিত চিত্রটা এ দেশের সংখ্যালঘুদের জন্য কি ভয়ানক হতে পারে সেটাই এঁকেছেন হুমায়ুন আজাদ তার বইয়ে। তবে এখন কেবল সংখ্যালঘু নয়, সংখ্যাগুরু ধর্মাবলম্বীদেরও আফগানিস্তানে যেমন হয়েছিল তেমনি একই নির্যাতনে পড়তে হবে। দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাক-স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সবকিছুই লুপ্ত হবে।

বস্তুত এ ধরনের একটা পরিস্থিতির ভেতরেই আমরা বাস করছি। একাত্তরে এই ধর্মবাদী গোষ্ঠীর সে ধরনের কোন সংগঠিত শক্তি ছিল না। কখনও পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠীর হাত ধরে, কখনও বিরোধী দলের কাতারে শামিল হয়ে এরা নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করেছে। একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতায় তারা আসীন হতে চেয়েছিল, পারেনি। বাংলাদেশ-উত্তরকালে ওই একই কৌশল প্রয়োগ করে এখন তারা কেবল রাজনৈতিকভাবেই সংগঠিত নয়, দেশের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ব্যাংক-বীমা, নির্মাণ প্রতিষ্ঠান, শিল্প-বাণিজ্যেও তারা বিশেষ সংগঠিত। আর শিক্ষার ক্ষেত্রে একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সব বিশ্ববিদ্যালয়েই তাদের দখল প্রায় সম্পন্ন। সাপ্তাহিক 'এখন' রিপোর্ট করেছে, সরকারের ছয়টি মন্ত্রণালয় তাদের দখলে। এখানের কর্তাব্যক্তিরা এসব দলের না হলেও তাদের চিন্তার কাছাকাছি ব্যক্তি। সুতরাং এসব মন্ত্রণালয় দিয়ে নানা কাজ করিয়ে নিতে তাদের অসুবিধা হয় না। সেনাবাহিনীতেও এদের বিশেষ অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মুক্তিযোদ্ধার চেহারা নিয়েই ওই অনুপ্রবেশ বিশেষভাবে সম্ভব এবং সেটাই ঘটেছে গত দিনগুলোতে। সুতরাং গোলাম আযম গং যেভাবে ভাবছেন তাতে আগামী নির্বাচনে পাশার দান উল্টে দিতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কারণ, দুর্নীতি ও ক্ষমতা অপব্যবহারে বিএনপি'র পক্ষে শেষ রক্ষার জন্য এই সংগঠিত শক্তিকেই আরও জোরে আঁকড়ে ধরতে হবে।

আর সেজন্য বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে সকল প্রকার প্রতিবাদ-প্রতিরোধ দূর করা প্রয়োজন। একাত্তরে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে তারা যেমন নতুন বাংলাদেশকে বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে শূন্য করে দিতে চেয়েছিল, বাংলাদেশ-উত্তর বুদ্ধিবৃত্তির প্রজন্মকেও তারা সেভাবে আগেই ধ্বংস করতে চায়, যাতে তাদের ওই লক্ষ্য পূরণে বিশেষ বাধা না আসে, বাধার সৃষ্টি না হয়।

হুমায়ুন আজাদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় এটাকে আমার অতি প্রতিক্রিয়া মনে হতে পারে। কিন্তু এটাই বাস্তব। এই বাস্তবতার কথাই বেশ কিছুদিন ধরে বলে আসছি। হুমায়ুন আজাদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করা হল মাত্র। তার ওপর আক্রমণের নিন্দনীয় ঘটনায় অন্যদের সজাগ করবে, সতর্ক করবে এবং প্রতিরোধে যূথবদ্ধ করবে সেই আশা থেকে এই লেখা।

রাশেদ খান মেনন : *সভাপতি, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি, সাবেক সংসদ সদস্য*